

সূরা আল আন্কাবৃত-২৯

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিতের মতে এই সূরাটি নবী করীম (সা:) এর মক্কী জীবনের মাঝামাঝি অথবা শেষ পর্যায়ের মধ্যমভাগে অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরাটির নামকরণ এর ৪২নং আয়াতে বর্ণিত অংশবিশেষ থেকে নেয়া হয়েছে, যেখানে বহু-ঈশ্বরবাদীদের মিথ্যা ধ্যান-ধারণাকে একটি সুন্দর উপমার মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বহু-ঈশ্বরবাদীদের মিথ্যা ধ্যান-ধারণা মাকড়সার জালের মতই দুর্বল ও ভঙ্গুর এবং ঐসব বিশ্বাস কোন যথার্থ সমালোচনার মোকাবিলা করতে অক্ষম। পূর্ববর্তী সূরা এই প্রসঙ্গ উত্থাপনপূর্বক শেষ হয়েছিল যে হয়রত মুহাম্মদ (সা:) কে মাতৃভূমি থেকে একদিন যে বঙ্গুরীন ও অসহায় অবস্থায় বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং যাকে ধরে দিতে পারলে পুরক্ষার দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, তিনিই একদিন বিজয়ীর বেশে পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবেন। বর্তমান সূরাটি মু'মিনদের প্রতি এই সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্বক শুরু হয়েছে, শুধুমাত্র সমান আনাই যথেষ্ট নয়, বরং দীর্ঘ ও কঠোর পরিশ্রম, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যসহকারে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করা জীবনে সফলতা লাভ করার জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য।

বিষয়বস্তু

সূরাটি এই মূলভাবসহ শুরু হয়েছে যে মু'মিনদের জন্য প্রতিশ্রুত অনুগ্রহ ও সফলতা, যা ইহকাল ও পরকাল উভয়ক্ষেত্রেই তাদেরকে অর্পণ করার কথা, তা ততক্ষণ পর্যন্ত তারা লাভ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের ঈমানের যথার্থতাকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হবে। সেই সফলতা লাভ করতে হলে তাদেরকে এক অগ্নি ও রক্ত-সাগর পাড়ি দিতে হবে। বস্তুত মানুষের জীবনের সার্থকতার জন্য তাকে নির্মল ও পবিত্র হৃদয়ে, গভীর অনুভাবের সাথে আল্লাহহুম্মুক্তি হতে হবে এবং তার জীবনে স্থায়ী ও যথার্থ পরিবর্তন সাধন করতে হবে। তাহলেই প্রকৃতপক্ষে মানুষ আল্লাহর ক্ষমা, আশিস ও ঐশ্বী পুরক্ষার অর্জন করতে সক্ষম হবে। বিশ্বাসীদের উৎপীড়ন প্রসঙ্গে সূরাটিতে আবার বলা হয়েছে, সত্যের খাতিরে তাদের দুঃখ-কষ্ট যত নিদারণ হোক না কেন তা তাদেরকে সহ্য করতে হবে। আর আনুগত্যের ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলা হয়, সর্বাবস্থায় সকলের ওপরে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। এমনকি কখনো যদি তুলনামূলকভাবে পিতামাতা ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে দুন্দুর সৃষ্টি হয় তাহলে তখন পিতামাতার আনুগত্যের ওপর আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্যকে অগ্রগণ্য করতে হবে। তারপর সংক্ষিপ্তভাবে হযরত নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), লৃত (আঃ) এবং আরো কয়েকজন আল্লাহ-প্রেরিত পুরুষের জীবনের কিছু ঘটনা বর্ণনা করে দেখনো হয়েছে, অত্যাচার-উৎপীড়নে সত্য ধর্মের প্রসারকে কখনো বন্ধ করা যায় না আর ধর্মের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করে কোন শুভ ফল লাভ হয় না। তদুপরি একটি জাতির ওপর কোন ধারণা বা মতবাদকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে চাপিয়ে রাখা যায় না। অতঃপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, বহু-ঈশ্বরবাদীদের বিশ্বাস মাকড়সার জালের মতই দুর্বল ও ভঙ্গুর এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ ও অনুসন্ধিসু পর্যালোচনার মোকাবিলায় এসব বিশ্বাস কখনো দাঁড়াতে পারে না। অতএব কুরআনের মতো ঐশ্বী গ্রন্থ মানুষের নৈতিক সকল প্রয়োজন মিটিয়েছে এবং এটি মানুষকে নৈতিকতার উচ্চতম সীমায় উন্নীত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এর অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের আর পৌত্রলিঙ্গ ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়িয়ে থাকার কোন যুক্তি বা কারণ থাকতে পারে না। সূরাটিতে অতঃপর কাফিরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত একটি আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে, যে আপত্তিটি তারা প্রায়ই করে থাকে। তাদের আপত্তিটি হলো, পবিত্র কুরআন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা:) রচনা করেছেন। কুরআন সম্পর্কিত এই আপত্তির উভরে এবং অবিশ্বাসীদের দ্বারা নির্দেশন ও মু'জেয়া প্রদর্শনের দাবীর মোকাবিলায় পবিত্র কুরআনকেই এক সর্বোচ্চ ঐশ্বী মু'জেয়ো হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সূরাটির শেষের দিকে মু'মিনদেরকে এই আশ্বাস-বাণী শোনানো হয়েছে, তারা যদি অবিশ্বাসীদের কঠোর নির্যাতনের মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করে তাহলে তাদের সামনে রয়েছে এক মহান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। অতঃপর সূরাটি এই প্রসঙ্গ আলোচনার মাধ্যমে শেষ হয়েছে যে কাফিরদের তলোয়ারের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তলোয়ার হাতে নিতে হবে এবং ইসলামকে রক্ষার জন্য অগ্নভ শক্তির বিরুদ্ধে তাদেরকে কঠোর জেহাদ করে যেতে হবে। কিন্তু প্রকৃত জেহাদ শুধুমাত্র অন্যকে হত্যা করা বা নিজে নিহত হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আল্লাহর সত্ত্বাণ্টি অর্জনের জন্য কঠিন সাধনা করা এবং কুরআনের বাণী প্রচার করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জেহাদ।

সূরা আল আন্কাবুত-২৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ সহ ৭০ আয়াত এবং ৭ রংকু

১। ﴿আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। ﴿আনাল্লাহ আলামু অর্থাৎ আমি আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানি ২২৩৬-ক।﴾

الْمُ ②

★ ৩। ‘আমরা ঈমান এনেছি’ এ কথা বলার দরুন ‘গোকেরা কি মনে করেছে, তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না?’

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمْنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ③

৪। অথচ যারা তাদের পূর্বে ছিল আমরা নিশ্চয় তাদের পরীক্ষা করেছিলাম। অতএব যারা সত্যবাদী তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই স্বতন্ত্র করে দিবেন ২৩৭ এবং মিথ্যাবাদীদেরও অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন।

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَخْلُمَنَّ اللَّهُ أَلَّا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَذْيَانِ ④

৫। যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে, তারা আমাদের (শান্তি থেকে) পালিয়ে যাবে? তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই মন্দ!

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّيُّونَ أَنْ يَسِيقُونَا، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ⑤

৬। ﴿যে-ই আল্লাহর সাক্ষাৎ চায় ২২৩৮ (তার জন্য) আল্লাহর নির্ধারিত সময় নিশ্চয় আসবে। আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠা (ও) সর্বজ্ঞ।﴾

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَا يَأْتِي وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑥

দেখুন : ক. ১৪১; খ. ২৪২; ৩৪২; ১৩৪২; ৩০৪২; ৩১৪২; ৩২৪২; গ. ৩৪১৮০; ১৪১৬; ঘ. ১১৪৩০; ১৮৪১১১; ৮৪:৭।

২২৩৬-ক। দেখুন টীকা ১৬।

২২৩৭। ‘ইল্ম’ (জ্ঞান) দু’ প্রকার : (ক) কোন কিছু অস্তিত্বান হওয়ার পূর্বেই জানা। এই প্রকার জ্ঞান এই স্থানে ব্যক্ত হয়নি। কেননা আল্লাহ তাআলাই দৃশ্য এবং অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত (৫৯:২৩), (খ) কোন কিছু সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর জানা। এটি দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান। এরূপ জ্ঞানকেই এ স্থলে বুঝানো হয়েছে। এই আয়াতের অর্থ, আল্লাহ তাআলার মৌলিক জ্ঞান বাস্তবে সংঘটিত জ্ঞানে রূপায়িত হবে। অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করবেন, যেতাবে ‘ইলম’ শব্দটি দুই বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করণের ধারণাও জ্ঞাপন করে, বিশেষত যখন ‘ইলম’ শব্দের পরে ‘মিন’ (থেকে) যোগ হয়। দেখুন ২৪১৪৪ এবং ৩৪১৪১। মু’মিনদেরকে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে হয় এবং তাদের ঈমান কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এহেন অবস্থার পরেই তারা অগ্নিপরীক্ষা থেকে কৃতকার্যতার সাথে বের হয়ে আসে। তখন নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়, তারা আল্লাহ তাআলার নিষ্ঠাবান সত্য বান্দা। এভাবে মুনাফিক এবং ভ্রান্ত-বিশ্বাসের দাবীদার থেকে তাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

২২৩৮। ‘ইয়ারজু’ (আকাঙ্ক্ষা) ‘রাজা’ থেকে উৎপত্তি। ‘রাজা’ অর্থাৎ সে এটি পাওয়ার আশা করলো অথবা সে একে ভয় করলো। আশা অর্থে শব্দটি ঐ সকল অবস্থায় ব্যবহার হয় যখন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে।

★ ৭। আর যে চেষ্টাসাধনা করে^{২৩৯} সে নিজেরই জন্য চেষ্টাসাধনা করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বজগতের অমুখাপেক্ষী।

৮। আর ক্ষারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে আমরা তাদের পাপ অবশ্যই তাদের কাছ থেকে দূর করে দিব। আর তাদের সর্বোত্তম কৃতকর্ম অনুযায়ী অবশ্যই আমরা তাদের প্রতিদান দিব।

★ ৯। ^৪আর আমরা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করতে তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক সাব্যস্ত করানোর জন্য কলহবিবাদ করে যার সম্বন্ধে তোমার কোন^{২৪০} জ্ঞান নেই, সেক্ষেত্রে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের সে সম্বন্ধে জানাব যা তোমরা করতে।

১০। আর যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে ^৫তাদের অবশ্যই আমরা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করবো।

★ ১১। আর এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা বলে, ‘আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি’। কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তাদের কষ্ট দেয়া হয় তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর আযাবের মত মনে করে। ^৬আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য এলে তারা অবশ্যই বলবে, ‘আমরাতো তোমাদের সাথেই ছিলাম’^{২২৪১}। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা-ই আছে সে সম্পর্কে কি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি অবগত নন?

দেখুন ৪ ক. ২৯৮৩; ৩৯৫৮; ১৩৯৩০; ২২৯৫৭; ৩০৯১৬; ৩৫৯৮; ৪২৯২৩; ৪৭৯১৩ খ. ২৯৮৪; ৪৮৩৭; ৬৯১৫২; ১৭৯২৪; ৩১৯১৫; ৪৬৯১৬ গ. ১৭৯২৪
ঘ. ৪৯১৪২।

২২৩৯। আয়াতটি ‘মুজাহিদ’ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার পথে কঠোরভাবে সংগ্রামকারীর সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুবই সঙ্গত বর্ণনা দিয়েছে। দৃঢ় এবং অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমে উচ্চ ও মহান আদর্শের প্রকৃত অনুশীলন করার নামই ইসলামী পরিভাষায় ‘জেহাদ’ এবং যে ব্যক্তি এই সকল মহান আদর্শের অধিকারী এবং এগুলো জীবনে পালন করে চলে, সত্যিকার অর্থে সে-ই একজন ‘মুজাহিদ’।

২২৪০। সকল ধর্মের শিক্ষার আদ্যস্ত আল্লাহ্ তাআলার একত্ব। মানবের প্রথম এবং শেষ আনুগত্য তাঁরই প্রতি। অন্যান্য সকল বিশ্বস্ততা এর ফল এবং এরই অধীন। এমনকি পিতামাতার প্রতি মানুষের আনুগত্যের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ প্রতি আনুগত্যকে স্কুণ্ড করার অনুমতি দেয়া হয় না।

২২৪১। প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ ভয়ানক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে অটল বিশ্বাস প্রদর্শন করেছিলেন এবং প্রত্যেক যুগে প্রকৃত মু’মিনগণ সত্ত ঈমানের প্রমাণ দিয়েছেন। এর তুলনায় দুর্বল ঈমানের লোকও পাওয়া যাবে যারা সাধারণত কোন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেই তায় পেয়ে পিছিয়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা বরং ঈমানের দাবী পরিত্যাগ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। তবে তারা যখন দেখে, বিশ্বাসীদের জন্য ঐশ্বী সাহায্য নেমে আসছে এবং সত্যের ভিত্তি দৃঢ় হচ্ছে তখন মু’মিনদের সাথে অন্তরঙ্গতার দাবি করার জন্য সর্বদা সর্তক দৃষ্টি রাখে।

وَمَنْ جَاهَدَ فِي نَّمَاءِ يَجَأَ هُدًى لِنَفْسِهِ
إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ①

وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحِ
لَنْ كَفَرُنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ
لَنَجِزِّيَنَّهُمْ أَخْسَانَ الَّذِي كَانُوا
يَعْمَلُونَ②

وَصَّيَّبْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُشَّادًا
إِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِنِ مَالِيَسَ لَكَ
إِيمَانُهُمْ فَلَا تُطْعِمُهُمْ مَاءً رَأَيَ مَرْجِعُكُمْ
فَإِنْ تُسْتَعْكِمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ③

وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحِ
لَنْذَلِكُنَّهُمْ فِي الصِّلَاحِينَ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَّا بِإِلَهٍ
فَإِذَا أُوذِيَ فِي إِلَهٍ جَعَلَ فِتْنَةَ
النَّاسِ كَعَذَابِ إِلَهٍ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرًا
مِنْ رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ
أَوْ لَيَسَ إِلَهُ بِإِغْلِمَ بِمَا فِي صُدُورِ
الْعَلَمِينَ④

১২। কার আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদের স্বতন্ত্র করে দিবেন এবং অবশ্যই মুনাফিকদেরও প্রকাশ করে দিবেন।

১৩। আর যারা অঙ্গীকার করেছে তারা মুমিনদের বলে, ‘তোমরা আমাদের পথের অনুসরণ কর, আমরাই তোমাদের পাপ বহন করবো।’ অথচ তারা এদের পাপের কিছুই বহন করতে পারবে না^{১২৪২}। নিচয় তারা মিথ্যাবাদী।

★ ১৪। আর তারা অবশ্যই নিজেদের বোৰা বহন করবে এবং [১] নিজেদের বোৰা ছাড়া অন্য বোৰাও বহন করবে। আর তারা^১ যা মিথ্যা বানিয়ে বলতো কিয়ামত দিবসে তাদের অবশ্যই এ ১৩ সম্বন্ধে জিজেস করা হবে।

★ ১৫। আর নিচয় আমরা নৃহকে তার জাতির প্রতি পাঠিয়েছিলাম। আর সে তাদের মাঝে পঞ্চাশ^{১২৪৩} কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল। এরপর মহাপ্লাবন তাদের ধরে ফেললো এবং তারা ছিল যালেম।

১৬। ^গসুতরাং আমরা তাকে ও (তার সাথে) নৌকায় আরোহীদের উদ্ধার করলাম এবং এ (নৌকাকে) বিশ্বজগতের জন্য একটি নির্দশন বানিয়ে দিলাম।

★ ১৭। আর (শ্বরণ কর) ইব্রাহীম যখন তার জাতিকে বলেছিল, ‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। (হায়!) তোমরা যদি জানতে।

দেখুন : ক.৩:১৪২; ৪:৩৩২ খ. ১৪:২২; ৪০:৪৮ গ. ১০:৭৪; ১১:৪২।

২২৪২। মুনাফিক ছাড়াও এক প্রকার লোক আছে যারা অবিশ্বাসী আগ্রাসনকারী সর্দার। তারা সমাজে উচ্চ মর্যাদার সুযোগ নিয়ে অন্যান্য লোকদেরকে (যারা জীবনে তত উচ্চে প্রতিষ্ঠিত নয়) এই বলে বিভাস করতে প্রয়াস চালায় যে এই সর্দারদের নেতৃত্বে নতুন সত্য-ধর্ম প্রত্যাখ্যান করলে তাদের সমস্ত ক্ষতিপূরণ তারা (সর্দারগণ) বহন করবে।

২২৪৩। এখানে হ্যরত নূহ (আঃ) এর বয়স বা জীবনকাল ৯৫০ বছর বলে উল্লেখ রয়েছে। বাইবেলে ৯৫২ বছর বলা হয়েছে। প্রাচীন কালের নবীগণ যথা— হ্যরত নূহ, হুদ, সালেহ এবং অপরাপর নবী (আলায়হিমুস সালাম) কখন ছিলেন এবং কতদিন বেঁচে ছিলেন তার সম্বন্ধে নিশ্চিত তারিখ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কুরআন (১৪:১০) বলে, ‘আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে আর কেউ জানে না।’ নয়শত পঞ্চাশ বছর সময় হ্যরত নূহ (আঃ) এর ব্যক্তিগত দৈহিক জীবনের পরমায়ু ছিল বলে মনে হয় না। বোধহয় এ ছিল তার শরীয়তের সময়কাল। এ মতে এই সময় প্রথমে হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কার্যকাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) নূহ (আঃ) এরই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন (৩:৪৮) এবং তারপর হ্যরত ইউসুফ (আঃ) এর কার্যকাল থেকে হ্যরত মুসা (আঃ) এর সময় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রকৃতপক্ষে একজন নবীর বয়স দ্বারা তাঁর দায়িত্বকাল ও তাঁর শিক্ষাকালের সময়সীমাও বুঝায়। হ্যরত নূহ (আঃ) এর বয়সের সীমারেখার বর্ণনা করতে ‘সানাত’ (বছর) এবং ‘আমান’ (সাল) শব্দ দুটির ব্যবহার হয়েছে। কার্যত প্রথমোক্ত শব্দ যখন মূল অর্থে মন্দ ধারণা রাখে তখন শেষোক্ত শব্দটি মৌলিক অর্থে সুধারণা প্রকাশ করে। এর দ্বারা প্রতিভাত হয়, হ্যরত নূহ (আঃ) এর বিধানকালের প্রথম পঞ্চাশ বছর ছিল সর্বদিক থেকে আধ্যাত্মিক অংগুষ্ঠি এবং পুনর্জাগরণের সময় এবং অধঃপতন আরম্ভ হওয়ার পর তাঁর জাতি ক্রমান্বয়ে নেতৃত্বে অবক্ষয়ের মাধ্যমে নয়শ’ বছরে অধঃপতনের চরমে পৌছেছিল।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ أَذْيَنَ أَمْنُوا وَ
لَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ⑯

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا ذَيْنَ أَمْنُوا
أَتَيْعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ خَطِيلَكُمْ
وَمَا هُمْ بِحَا مِلِئَنَ مِنْ خَطِيلِهِمْ مِنْ
شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ⑭

وَلَيَخْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَهُمْ مَعَ
أَثْقَالِهِمْ رَوْلَيْسَلْنَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ⑯
عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ⑯

وَلَقَدْ أَرَسْلَنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَمْ يَ
فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا حَمِسِينَ
عَمَّا مَاءَ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ
ظَلِيمُونَ ⑮

فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَ
جَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْغَلِيمَينَ ⑯

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اغْبُدُوا
اللَّهَ وَاتَّقُوهُ دُلْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ رَانَ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑯

১৮। ^৩আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা কেবল প্রতিমাণলোর উপাসনা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা করছ তারা তোমাদের আদৌ কোন রিয়্ক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছেই রিয়্ক চাও, তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।'

১৯। আর তোমরা (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করলে (এটা কোন নতুন কথা নয়)। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরাও (তাদের রসূলদের) মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ^৪আর (বাণী) সুম্পষ্টভাবে পৌছে দেয়াই হলো রসূলের একমাত্র কর্তব্য।

২০। ^৫তারা কি দেখেনি কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করে থাকেন, এরপর এর পুনরাবৃত্তি করেন^{২২৪৪}? নিচয় এ (কাজ) আল্লাহর জন্য একেবারে সহজ।

★ ২১। তুমি বল, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর^{২২৪৫} এবং ভেবে দেখ ^৬কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন, এরপর আল্লাহ পরবর্তীকালে ^৯*অন্য এক সৃষ্টির উদ্ভব করবেন। নিচয় অত্যেক বিষয়ে আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

২২। ^৭তিনি যাকে চান আয়াব দেন এবং যার প্রতি চান ক্পা করেন^{২২৪৫-ক}। তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

২৩। ^৮আর তোমরা পৃথিবীতে এবং আকাশেও (আল্লাহর ^১পরিকল্পনা) ব্যর্থ^{২২৪৬} করতে পারবে না। আর আল্লাহ ছাড়া ^{১৪}তোমাদের কোন বন্ধু নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই।

দেখুন : ক. ২২৪৭২ খ. ১৬৪৩৬; ২৪৪৫৫; ৩৬৪১৮ গ. ১০৪৩৫; ২১৪১০; ২৭৪৬৫; ৩০৪১২, ২৮ ঘ. ১০৪৫; ৩০৪২৮; ঙ. ৩০৪২৯; ৫৪১; ১৭৪৫৫ চ. ১০৪৫৪; ১১৪৩৪; ৪২৪৩২।

২২৪৪। আয়াতটির মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির এবং পুনঃ সৃষ্টির নিয়ম এরূপে কাজ করবে যে আল্লাহ তাআলা আঁহয়রত (সাঃ) এর মাধ্যমে পুরাতন ধর্মসম্প্রে ওপরে এক নতুন মানবজাতি এবং এক নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করবেন।

২২৪৫। 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর' এই কথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে (৬৪১২; ১২৪১১০; ৩০৪১০; ৩৫৪৪৫; ৪০৪৮৩) উল্লেখিত হয়েছে এবং প্রায় অত্যেক স্থানেই এই কথাটির পরে এমন একটি বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে যা এক মানবগোষ্ঠীর ধর্ম এবং তাদের স্থলে অন্য এক মানবজাতি সৃষ্টির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এর দ্বারা মৃত্যুর পরে শেষ বিচারের দিনে মৃত ব্যক্তিদের আত্মাসমূহের কবর থেকে পুনরুদ্ধার বুঝায় না, বরং জাতিসমূহের উত্তান-পতনের ইন্দ্রিয়গোচর ব্যাপার বুঝায়।

★[একটি শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন ছাড়া অনুরূপ অন্য এক আয়াতেও (আন নাজর ৫৩:৪৮) একই দৃশ্যের বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে 'আখিরা' শব্দের পরিবর্তে 'উখরা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'আখিরা' শব্দটি কেবল 'পরবর্তীকাল' অর্থে অনুবাদ করা যেতে পারে। 'উখরা' শব্দের অর্থ হবে 'অন্য এক'। অতএব এটা সুম্পষ্ট, 'উখরা' এবং 'আখিরা' শব্দদ্বয় যখন এক সাথে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হবে:- 'পরবর্তীকালে অন্য এক সৃষ্টি।' (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন কর্মের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসিহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টাকা দ্রষ্টব্য)]।

২২৪৫-ক ও ২২৪৬ টাকাদ্বয় পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَوْ شَأْنًا
وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا وَإِنَّ الظَّاهِرَ
تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ
لَكُمْ رِزْقٌ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ
الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوهُ لَكُمْ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ^(১)

وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَبْتُ أَمَّا مِنْ
قَبْلِكُمْ هُوَ مَا عَلِمَ الرَّسُولُ إِلَّا الْبَلْغُ
الْمُبِينُ^(১)

أَوْ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِّلُ إِلَهُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُحِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ^(২)

قُلْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ إِنَّ
يُنَشِّئُ النَّشَآءَ إِلَيْهِ أُخْرَاءَ إِنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^(৩)

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَزْحِمُ مَنْ
يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ^(৪)

وَمَا أَنْتُمْ بِمُخْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ
وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ^(৫)

২৪। ^كআর যারা আল্লাহর নির্দেশনাবলী ও তাঁর সাক্ষাৎ (লাভ করার বিষয়টি) অঙ্গীকার করে তারাই আমার কৃপা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে এবং তাদের জন্যই রয়েছে যদ্রণাদায়ক আয়াব।

২৫। এরপর তার জাতির কেবল এ কথা বলা ছাড়া আর কোন উভ্যের ছিল না, ^ك‘তাকে হত্যা কর অথবা তাকে পুড়িয়ে ফেল।’ অতএব আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। নিচয় এতে সেইসব লোকের জন্য অনেক নির্দেশন রয়েছে যারা ঈমান আনে।^{১৪৭}

২৬। আর সে বললো, ‘তোমরা পার্থিব জীবনে কেবল তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসার^{১৪৮} ভিত্তিতে আল্লাহকে ছেড়ে প্রতিমাণলোকে আঁকড়ে ধরেছ। এরপর কিয়ামত দিবসে ^كতোমরা একে অপরকে অঙ্গীকার করবে এবং একে অপরকে অভিসম্পাত দিবে। আর তোমাদের ঠাঁই হবে জাহানাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী হবে না।’

২৭। অতএব লৃত তার (অর্থাৎ ইব্রাহীমের) প্রতি ঈমান আনলো। আর সে (অর্থাৎ ইব্রাহীম) বললো, ^ك‘আমি নিচয় আমার প্রভু-প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে হিজরত করবো। নিচয় তিনিই মহাপ্রাত্মশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।’

২৮। ^كআর আমরা তাকে (অর্থাৎ ইব্রাহীমকে) ইসহাক ও ইয়াকুব দান করলাম এবং তার বংশধরের মাঝে নবুওয়ত ও কিতাবের (ধারা জারী) করে দিলাম। আর আমরা ^كতাকে পৃথিবীতেও তার প্রতিদান দিলাম এবং পরকালেও নিচয় স্বৰ্কর্মশীলদের একজন হবে।

২৯। আর লৃতকেও (আমরা পাঠিয়েছিলাম)। সে তার জাতিকে বলেছিল, ‘নিচয় ^كতোমরা অশ্লীলতার দিকে (ছুটে) এসে থাক। তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বে কখনো কেউ তা করেনি।

দেখুন : ক. ১৮:১০৬; ৩০:১৭; ৩২:১১ খ. ২১:৬৯; ৩৭:৯৮ গ. ১৬:৮৭ ঘ. ১৯:৪৯ ঙ. ১১:৫০; ২১:৭৩; ৩৭:১১৩; চ. ২১:৩১; ১৬:১২৩ ছ. ৭:৪৮; ১১:৭৯।

২২৪৫-ক। কুরআনের কয়েক স্থানে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা খামখেয়ালীভাবে শান্তি প্রদান করেন না, অপরিহার্য শান্তির যোগ্য হওয়ার পরেই কেবল শান্তি দেন। আয়াতটি শুধু এই ব্যাপারেই জোর দিয়েছে।

২২৪৬। কাফিরদেরকে অত্যন্ত জোরের সাথে সতর্ক করা হয়েছে, তারা আল্লাহ তাআলার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে পারবে না। কেননা ঐশ্বী হুকুম জারি হয়ে গেছে যে ইসলাম ধর্ম অংগীকৃতি এবং বিজয় লাভ করবেই।

২২৪৭। হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বর্ণনা ১৭ আয়াত থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং (১৮ আয়াতে) তিনি শিরকের (অংশীবাদিতার) বিরুদ্ধে শান্তিশালী যুক্তি রেখেছেন। ১৯ থেকে ২৪ আয়াত কুরআনের রচনা-শৈলী ও রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সৌন্দর্য-বর্ধনকারী এক প্রসঙ্গতর যা নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কিত এক মহান ধর্মীয় নীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আলোচিত নীতি হলো, ঐশ্বী-বাণী প্রত্যাখ্যান করার ফলে যখন একজাতি নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের শিকারে পরিণত হয় তখন অপর এক জাতি তার স্থলাভিষিক্ত হয়। হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ঘটনার সূত্রগত এখন থেকেই।

২২৪৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيْتِ اللَّهِ وَ
لِقَاءِهِ أَوْ لِئَلَّكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِ
وَأَدْلِيلَكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^{১৪}

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
قَالُوا أَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَإِنْجَهَ
اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَبْغِ
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ^{১৫}

وَقَالَ رَبُّهُمَا إِنَّهُمْ تُمْرِضُونَ
أَوْ شَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا إِنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ
بِعَصْكُمْ بِعَغْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْصُكُمْ
بَعْضًا رَمَادُكُمُ الْنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ
ثِرَى^{১৬}

فَإِنَّ لَهُ لُوطَمَ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ
إِلَى رَبِّيِّ رَبِّهِ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^{১৭}

وَوَهَبْنَا لَهُ إِشْقَقَ وَيَعْقُوبَ وَ
جَعَلْنَا فِي دُرْبِيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَرَانَهُ
فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحَّيْنَ^{১৮}

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الْفَاجِشَةَ زَمَانًا سَبَقْكُمْ بِهَا مِنْ
أَحَدٍ مِنَ الْعَلَمَيْنَ^{১৯}

★ ৩০। *তোমরা কি (কাম চরিতার্থে) পুরুষদের কাছে আস ও
রাহাজানি করে থাক^{১২৪৯} এবং নিজেদের আসরে অতি জগন্য
কাজ কর^{১২৫০}? তখন তার জাতির কেবল এ কথা বলা ছাড়া
আর কোন উত্তর ছিল না, ‘তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে
আমাদের জন্য আল্লাহর আয়ার নিয়ে আস।’

৩১। সে বললো, ‘*হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি
এই বিশ্বখ্লা সৃষ্টিকারী জাতির বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য
কর।’

৩২। *আর আমাদের বার্তাবাহকরা যখন ইব্রাহীমের কাছে
সুসংবাদ নিয়ে এল তখন তারা এও বললো, ‘নিশ্য আমরা
(লুতের) এই জনপদ ধ্বংস করে দিব। (কেননা) এর
অধিবাসীরা অবশ্যই যান্মেঘ।’

৩৩। সে বললো, ‘সেখানেতো লৃতও আছে।’ তারা বললো,
'সেখানে কারা আছে তা আমরা ভাল করেই জানি। *আমরা
অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারপরিজনকে উদ্বার করবো।
তবে *তার স্ত্রীর কথা ভিন্ন। কারণ সে পশ্চাতে
অবস্থানকারীদের একজন।’

৩৪। আর আমাদের বার্তাবাহকরা যখন লুতের কাছে এল *সে
তাদের (উপস্থিতির কারণে) ব্যথিত হলো এবং মনে মনে^{১২৫১}
অস্পষ্টি বোধ করলো। এতে তারা বললো, ‘তুমি ভয় করো না
এবং দুশ্চিন্তাস্ত হয়ো না। নিশ্য *আমরা তোমাকে এবং
তোমার পরিবারপরিজনকে রক্ষা করবো কেবল তোমার স্ত্রীকে
ছাড়া। সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের একজন।

দেখুন : ক. ৭৪২; ১১৪৯; ২৬৪১৬ খ. ২৬৪১৭০ গ. ১১৪৭০-৭১ ঘ. ১৫৪৬০; ৫১৪৩৬ ঙ. ৭৪৮; ১৫৪৬১; ২৬৪১৭২; ২৭৪৫৮ চ. ১১৪৭৮ ছ. ৭৪৮; ২৭৪৫৮।

২২৪৮। ‘মাওয়াদাতা বায়নিকুম’ উক্তির সম্বন্ধে অর্থ : (১) সামাজিক আজীব্যতা বা একে অন্যের ভালবাসা জয় করার আকাঙ্ক্ষার
ভিত্তিস্থাপক তোমাদের প্রতিমা-উপাসনার আদর্শ ও প্রথা, (২) প্রতিমা পূজার বিশ্বাস এবং রীতি-নৈতিকে তোমরা একে অপরের প্রতি
ভালবাসার ভিত্তি করেছ, অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গোত্রীয় পরিচয়ের অভিন্নতা অক্ষণ্ঘ রাখতে বেছে নিয়েছ প্রতিমা-উপাসনার বিশ্বাসকে।
২২৪৯। ‘কৃতা আত তৱীক’ অর্থ সে পথচারীদের চলার পথকে বিপজ্জনক করলো এবং এটি ব্যবহার করতে বারণ করলো। কুরআন
কর্মের উক্তির মর্মার্থ : (ক) তোমরা রাজপথে মুসাফিরদেরকে লুণ্ঠন কর (হ্যরত লৃত-আঃ এর জাতির লোকেরা রাস্তায় লোক-
সমুখে নির্লজ্জ কাজ করতো), (খ) তোমরা প্রকৃতিগত যৌন নিয়ম লজ্জন কর এবং প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অপরাধ কর।

২২৫০। এই আয়াতে লৃত (আঃ) এর জাতির তিনটি কলঙ্কের কথা বলা হয়েছে : (১) অস্বাভাবিক দোষ, (২) রাজপথে ডাকাতি, (৩)
খোলাখুলি ও নির্লজ্জভাবে তাদের জন্য-সমাবেশে পাপ করা।

★ [হ্যরত লৃত (আঃ) এর জাতিকে ধ্বংস করার জন্য যেসব ফিরিশতা এসেছিলেন তারা এর পূর্বে হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ
হয়েছিলেন। আর হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন বিধায় তিনি এই জাতির ক্ষমার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক
অনুনয়বিনয় করেছিলেন। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন কর্মে প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]

২২৫১। ‘যাকু বিহী যার ‘আন’ অর্থ সে এটি করতে অক্ষম হলো (লেইন)। আয়াতে বর্ণিত সংবাদবাহকরা কারা ছিল এবং তাদের উদ্দেশ্য
কী ছিল তা ১১৪৭০-৭১ এবং ১৫৪৬৮-৭২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাদের আগমন হ্যরত লৃত (আঃ)কে অসহায় এবং ব্যথিত করেছিল।
কারণ তাঁর জাতির লোকেরা প্রকাশ্যে কুকর্ম করতে অভ্যন্ত ছিল বলে তারা তাদের শহরে অপরিচিত লোকের আগমন পছন্দ করতো না।
সেই কারণে তারা হ্যরত লৃত (আঃ)কে বহিরাগত লোককে অভ্যন্তন করতে নিষেধ করেছিল। তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে তাঁর লোকেরা
তাঁর অতিথিদের সামনে তাঁকে অপমানিত করতে পারে।

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ
السَّبِيلَ هَ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمْ
الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمَهِ
إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا بِعَذَابِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ^{১১}

قَالَ رَبِّيْ اصْرِنِي عَلَى الْقَوْمِ
الْمُفْسِدِيْنَ^{১২}

وَ لَمَّا جَاءَتْ رُسْلَنَا إِبْرَاهِيمَ
بِالْبُشْرَى «قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوْا آهْلَ
هِذِهِ الْقَرْيَةِ جَرَانَ آهْلَهَا كَانُوا
ظَلِيمِيْنَ^{১৩}

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَّاً قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ
بِمَنْ فِيهَا إِنَّا لَنْتَخِيْبَهُ وَآهْلَهَا إِلَّا
أَمْرَأَتَهُ زَوْجَهَا كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِيْنَ^{১৪}

وَ لَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسْلَنَا لُوطًا سَيِّءَ
بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ دَرْعًا وَ قَالُوا لَا
تَخْفَ وَ لَا تَخْرُنْ فَإِنَّا مُنْجِوْكَ
وَآهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ
الْغَيْرِيْنَ^{১৫}

৩৫। নিচয় কামরা এই শহরবাসীর ওপর আকাশ থেকে এক আয়াব অবতীর্ণ করবো। কারণ এরা দুর্কর্ম করছে।

৩৬। কার নিচয় আমরা বিবেকবান লোকদের জন্য (শহরবাসীর) এ (ঘটনায়) এক উজ্জ্বল নির্দশন অবশিষ্ট রেখেছি'।

৩৭। কার (আমরা) মিদিয়ানবাসীদের কাছেও তাদের ভাই শো'আয়বকে (পাঠিয়েছিলাম)। তখন সে তাদের বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ'র ইবাদত কর, পরকালের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে বিশ্বজ্ঞলা সৃষ্টি করে অশান্তি ছড়িও না।'

৩৮। অতএব তারা (যখন) তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো ক্ষতখন এক ভূমিকম্প তাদের ধরে ফেললো। সুতরাং তারা তাদের বাড়িঘরে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো।

★ ৩৯। আর কাদ ও সামুদকেও (আমরা ভূমিকম্পের মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলাম) এবং এ বিষয়টি তাদের বাসস্থানের (ধ্বংসাবশেষ) থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। আর শয়তান তাদের কার্যকলাপ তাদের কাছে সুন্দর করে দেখিয়েছিল। আর তাদের (সত্য) উপলক্ষ্য করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে (অর্থাৎ শয়তান) আল্লাহ'র পথ থেকে তাদের বিরত রেখেছিল^{২২৫২}।

৪০। আর কারুন, ফেরাউন ও হামানকেও (আমরা তাদের বিপথগামিতার শাস্তি দিয়েছিলাম)। আর ক্ষুসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দশনাবলীসহ এসেছিল। তবুও তারা দেশে অহঙ্কার করে বেড়িয়েছিল। কিন্তু তারা (আমাদের শাস্তি থেকে) পার পায়নি।

৪১। সুতরাং আমরা তাদের প্রত্যেককেই তার পাপের দরূন শাস্তি দিলাম। আর তাদের মাঝে এমন দলও ছিল যাদের ওপর আমরা কাঁকর বর্ষণকারী এক বাড় পাঠিয়েছিলাম। আর তাদের মাঝে এমন দলও ছিল যাদেরকে ভয়াবহ গর্জনের (আয়াব) আঘাত হেনেছিল। আর তাদের মাঝে এমন দলও ছিল যাদেরকে আমরা মাটিতে গেড়ে দিয়েছিলাম। আর তাদের মাঝে এমন দলও ছিল যাদের আমরা ডুবিয়ে দিয়েছিলাম^{২২৫৩}। ক্ষেত্রে আল্লাহ' তাদের ওপর যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছিল।

দেখুন : ক. ২৭:৫৯ খ. ১৫:৭৬; ৫১:৩৮ গ. ৭:৮৬; ১১:৮৫ ঘ. ৭:৯২; ১১:৯৫; ২৬:১৯০ ঙ. ৯:৭০ চ. ২৮:৩৭ ছ. ২৮:৮২ জ. ১৬:৩৪; ৩০:১০।

২২৫২। কুরআনের এই অভিব্যক্তির অর্থ : (১) তারা স্পষ্ট বুবেছিল, তারা যে পত্তা অবলম্বন করেছিল তা ভুল ছিল, (২) পরিপতি কি হবে তা জেনে বুবে স্বেচ্ছায় তারা এক পথ বেছে নিয়েছিল।

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ
الْقَرَيْتَوِ رِبْرَازًا قِنَ السَّمَاءِ بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ^③
وَلَقَدْ شَرَكُنَا مِنْهَا آيَةً بَيْنَةً لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ^④

وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، فَقَالَ
يَقُولُمْ اغْبُدُ وَاللَّهُ دَارِجُوا إِلَيْوَمَ
الْآخِرَ وَلَا تَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ^⑤

فَكَذَّبُوهُ فَأَخْذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
فَأَصْبَحُوْا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ^⑥

وَعَادَأَوْ شُمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ
مِّنْ مَسْكِنِهِمْ وَرَزِيْنَ لَهُمْ
الشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ
عَنِ السَّيْئِلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ^⑦

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُؤْسِي بِالْبَيْتِ
فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا
سَابِقِينَ^⑧

فَكُلَّا أَخْذَنَا يَدَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ
أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ
مَنْ أَخْذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ
خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضُ وَمِنْهُمْ مَنْ
أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلِكُنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ^⑨

৪২। যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে বন্ধুরপে গ্রহণ করেছে তাদের দ্বষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়। এটি নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করে বটে, কিন্তু সব ঘরের মাঝে মাকড়সার ঘর হলো সবচেয়ে অধিক দুর্বল^{১৫৪}। হায়! তারা যদি তা জানতো।

৪৩। তাঁকে ছেড়ে তারা যা কিছুকে ডাকে নিশ্চয় আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

৪৪। ^{ক-}এগুলো হলো দ্বষ্টান্ত, যা আমরা মানবজাতির জন্য বর্ণনা করছি। কিন্তু জ্ঞানীরা ছাড়া অন্য কেউ তা বুঝতে পারে না।

[★] ৪৫। ^{খ-}আল্লাহ আকাশসূহ ও পৃথিবী যথাযথভাবে^{১৫৫} সৃষ্টি
করেছেন। ^৪ নিশ্চয়ই এতে মু'মিনদের জন্য এক বড় নির্দশন
^[১৫] ১৬ রয়েছে।

^ক ৪৬। ^{গ-}এই কিতাবের যা তোমার প্রতি ওহী করা হয় তা তুমি
পড়ে শুন।^{১৫৬} এবং নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায
(মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর
নিশ্চয় আল্লাহর যিকর হচ্ছে সবচেয়ে বড় (যিক্র)। আর
তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন^{১৫৬}-ক।

مَثْلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَوْلِيَاءَ كَمَثْلِ الْعَنَكَبُوتِ
إِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ إِنَّ أَوْهَنَ
الْبَيْوِتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَبُوتِ
لَوْكَانُوا يَخْلَمُونَ^(৩)

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَ هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ^(৪)
وَ تِلْكَ أَلَّا مِثَالُ نَصْرٍ بِهَا لِلنَّاسِ
وَ مَا يَعِقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ^(৫)

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ
بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ
لِلْمُؤْمِنِينَ^(৬)

أَتَلْ مَا أُوْرِحَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
وَ أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ رَبِّهِ أَكْبَرُ
وَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ^(৭)

দেখুন : ক. ১৩৪১৮; ১৪৪২৬ খ. ৬৪৭৪; ১৬৪৪; ৩৯৪৬ গ. ১৮৪২৮।

২২৫৩। কুরআন মজীদ বিভিন্ন যুগে নবীগণের সমসাময়িক বিষয়বাদীদের ওপর আপত্তিত শাস্তির জন্য প্রথক প্রথক শব্দ এবং বাচন ভঙ্গি ব্যবহার করেছে। ‘আদ’ জাতির ওপর পতিত শাস্তি প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ রূপে বর্ণিত হয়েছে ৪১৪১৭; ৫৪৪২০ এবং ৬৯৪৭। সামুদ্র জাতিকে যা অতর্কিতে পাকড়াও করেছিল সেটিকে ভূমিকম্প (৭৪৯), প্রবল ঝঙ্গা (১১৪৬); ৫৪৪৩২), বজ্রপাত (৪১৪১৮) এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণ (৬৯৪৬) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যা হ্যরত লুত (আঃ) এর জাতিকে ধ্বংস করেছিল তাকে বলা হয়েছে মৎশিলা (১১৪৩; ১৫৪৭৫), শিলাবৃষ্টি (৫৪৪৩৫) এবং যে শাস্তি হ্যরত শোআয়ব (আঃ) এর জাতি মিদিয়ানবাসীকে অতর্কিতে ধরে ফেলেছিল সেটিকে ভূমিকম্প নামে (৭৯২; ২৯৪৩৮), প্রবল বায়ু (১১৪৯৫) এবং অঙ্ককারাচ্ছন্ন দিবসের আয়াব (২৬৪১৯০) রূপে অভিহিত করা হয়েছে। অবশেষে যে ঐশী শাস্তি ফেরাউনকে এবং তার শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও অমাত্যবর্গ হামান ও কারুনকে ধরে ফেলেছিল এবং সমূলে ধ্বংস করেছিল সেটিকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে- “আমরা.... ফেরাউনের দলবলকে ডুবিয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত করলাম” (২৪৫১; ৭৪১৩৭ এবং ১৭৪১০৪) এবং আমিই তাকে ও তার বার্তা বাহককে ভূগর্ভে প্রোথিত করে দিলাম” (২৪৪৮২)।

২২৫৪। সূরাটি এর মুখ্য আলোচনায় আল্লাহ তাআলার একত্রের বিষয়টিকে এই আয়াত দ্বারা অতি সুন্দরভাবে এক রূপকের মাধ্যমে সমাপ্তি টেনেছে, যা বহু-ঈশ্বরবাদীদের প্রতিমা-উপাসনার বিশ্বাস ও প্রথার মূর্খতা, ব্যর্থতা এবং ভ্রান্তিকে উত্তমরূপে তুলে ধরেছে। এগুলো মাকড়সার জালের মতো নিতান্ত দুর্বল এবং বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ সমালোচনার সামনে টিকতে পারে না।

২২৫৫। ‘বিলহাকে’ শব্দের মর্মার্থ হলো, এটি স্বতঃই প্রমাণিত যে আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টির পিছনে এক সুনিপুণ পরিস্কারণা ও মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এক নিগঁট ও নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ সমষ্টি ঐশী ও পার্থিব জগতে কাজ করছে।

২২৫৬। ‘উত্তু’ অর্থ ঘোষণা কর, প্রচার কর, পড়, উচ্চকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি কর, অনুসরণ কর (লেইন)।

২২৫৬-ক। এই আয়াতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা- প্রচার ও কুরআন পাঠ, নামায এবং যিকরে এলাহি। এই তিনের একই উদ্দেশ্য- মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করা এবং তাকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে সাহায্য করা। সকল ধর্মের মূলনীতি টাকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪৭। আর আহলে কিতাবের সাথে তোমরা কেবল সবচেয়ে উত্তম ক্ষয়ক্রিয়া (যুক্তিপ্রমাণ) দিয়ে বিতর্ক করো। তবে এদের মাঝে যারা যুলুম করে তাদের কথা ভিন্ন। আর (তাদের) বল, ‘আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এতে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও আমরা ঈমান এনেছি। আর আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একজনই^{২২৭} এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।’

৪৮। আর এভাবেই আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। অতএব আমরা যাদের (এ) কিতাব দিয়েছি তারা এতে ঈমান আনে। আর এসব (আহলে কিতাবের) মাঝেও (এমন দল আছে) যারা এতে ঈমান আনে। আর কেবল কাফিররাই আমাদের নিদর্শনাবলী অঙ্গীকার করে।

৪৯। ^১আর তুমি এ (কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার) পূর্বে কোন কিতাব পড়তে না এবং তোমার ডান হাত দিয়ে তা লিখতেও না। এমনটি যদি হতো তাহলে প্রত্যাখ্যানকারীরা অবশ্যই (তোমার সম্পর্কে) সন্দেহে পড়ে যেতে^{২২৮}।

৫০। বরং যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে^{২২৯} এ (কুরআন) তো তাদের (অর্থাৎ ইহুদী থেকে যারা মুসলমান হয়েছে) অতরে সুন্পষ্ট নিদর্শনাবলী (রূপে অঙ্গীকৃত রয়েছে)। কেবল যালেমরাই আমাদের নিদর্শনাবলী অঙ্গীকার করে।

দেখুন : ক. ১৬১২৬; ২৩৯৭; ৪১৪৩৫ খ. ১১৪১৮ গ. ৪২৪৫৩।

হচ্ছে সর্বোচ্চ সত্ত্বায় জীবন্ত-বিশ্বাস। কারণ এ এমন এক প্রত্যয় যা মানবের কুপ্রতিগুলোকে প্রবলভাবে এবং কার্যকরভাবে বাধা দান করে। এই কারণেই কুরআন করীম বার বার আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা, মর্যাদা ও ভালবাসার কথা বলে এবং ইসলামী ইবাদতের আকারে আল্লাহকে স্মরণ করার ওপর সর্বাপেক্ষা জোর দেয়। ইসলামের এই ইবাদত যদি সকল প্রয়োজনীয় শর্তানুযায়ী পালন করা হয় তাহলে অবশ্যভাবীরূপে হৃদয়ের ও কর্মের পবিত্রতা অর্জিত হবে।

২২৫৭। এই আয়াত অন্যান্যের নিকট আমাদের ধর্মমত প্রচার করার সময় আমাদের জন্য এক বিচক্ষণ নীতির পথ-নির্দেশ দান করেছে। প্রচার করার শুরুতে সেই সকল ধর্মীয় রীতি-নীতি ও বিশ্বাসের ওপর আমাদের জোর দেয়া উচিত, যেগুলো বিরুদ্ধবাদীদের এবং আমাদের মধ্যে অভিন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদেরকে বলা হয়েছে, ‘কিতাবের অনুসরী’ বা ‘আহলে কিতাব’ লোকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ধর্মের দুটি মৌলিক নীতি- আল্লাহ তাআলার একত্ব (তোহীদ) এবং ঐশ্বী-বাণীর (ওহী-ইলহাম) আলোচনার মাধ্যমে আরম্ভ করা উচিত।

২২৫৮। যে ব্যক্তি পড়তে ও লিখতে জানতেন না, যে ব্যক্তি এমন এক দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যা সভ্য মানবজাতির সকল প্রকার সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, সেই জাতির মধ্যে বসবাস করায় অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান থাকা যার পক্ষে কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল সেই ব্যক্তি এমন এক গ্রন্থ দান করলেন যা ঐ সকল কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিই কেবল ধারণ করে না, পরন্তু এটি বিশ্বজনীন সর্বপ্রকার শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার যা সকল যুগের মানবজাতির নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম। তদুপরি এটি এখন অতীত ও ভবিষ্যৎ তত্ত্বাবলীর বাহক যা পূর্ববর্তী কোন ঐশ্বী কিতাবে বা ঐতিহাসিক পুস্তকে উল্লেখিত নেই। বস্তুত এসব বিষয় কুরআনের ঐশ্বী-ধর্মগ্রন্থ এবং হ্যরত নবী করীম (সাঃ) এর ঐশ্বী-শিক্ষাগুরু হওয়ার অভ্যন্তর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে।

২২৫৯। কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী হওয়ার সমর্থনে পূর্ববর্তী আয়াত যখন বাহ্যিক সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি নির্দেশ করে তখন তফসীরাধীন এই আয়াত নিজস্ব যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে যারা কুরআনের জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের অতর থেকে পবিত্র আলোর ফোয়ারা উৎসারিত হয়।

وَلَا تُجَاهِدُ لِوَّاً أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مِنْ لَأَلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزَلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ رَالَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَالْهُكْمُ وَإِحْدَى وَنَحْنُ لَهُ مُشْرِكُونَ^{১১}

وَكَذِلِكَ آنَزَنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْعِتْبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ جَوَّهْرَهُ مَنْ هُوَ لَاءٌ مِنْ بِهِ دَمَّا يَجْحَدُ بِإِيمَنَا لَأَلَّا الْكُفَّارُونَ^{১২}

وَمَا كُنْتَ تَشْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُلْهُ بِإِيمَانِكَ رَاجِاً لَأَرْسَابَ الْمُبْطَلُونَ^{১৩}

بَلْ هُوَ أَيْتَ بِإِنْتِكَ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِإِيمَانَ لَأَلَّا الظَّلِيمُونَ^{১৪}

৫১। আর তারা বলে, ‘তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষতার প্রতি কোন নির্দশন কেন অবতীর্ণ করা হয়নি?’ তুমি বল, ‘নির্দশনাবলীতো কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আমি তো কেবল একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।’

৫২। আমরা তোমার প্রতি যে এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা তাদের পড়ে শুনানো হয় তা কি তাদের জন্য যথেষ্ট (নির্দশন) ^৫ নয়? নিশ্চয় এতে ঈমান আনয়নকারী লোকদের জন্য বিশেষ ^[৭] কৃপা ও বড় উপদেশ রয়েছে^{২২৬০}।

৫৩। তুমি বল, ‘আমার এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। যা-ই আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে তিনি তা জানেন। আর যারা মিথ্যার প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’

৫৪। আর তারা তোমাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। আর একটি সময় যদি নির্ধারিত না থাকতো তাহলে নিশ্চয় তাদের কাছে আযাব এসে যেত। আর নিশ্চয় তাদের ওপর আযাব অক্ষমাং (এভাবে) এসে পড়বে^{২২৬১} যে তারা (তা) টেরও পাবে না।

৫৫। তারা তোমাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে^{২২৬১-ক}। অথচ ^৮জাহানাম কাফিরদের অবশ্যই ঘিরে ফেলবে।

৫৬। (স্মরণ কর সেদিনকে) ^৯যেদিন (আল্লাহর) আযাব তাদের ওপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকেও^{২২৬২} তাদের ঢেকে ফেলবে। আর তিনি বলবেন, ‘তোমাদের কৃতকর্মের স্বাদ ভোগ কর।’

দেখন ৪ ক. ৬৩০৮; ১৩৪২৮ খ. ২২৪৫০; ২৬৪১৬; ৫১৪৫১; ৬৭৪২৭ গ. ৪৪১৬৭; ৬৪২০; ১৩৪৪৪; ৪৮৪২৯ ঘ. ২২৪৪৮; ২৬৪২০৫; ২৭৪৭২-৭৩; ৩৭৪১৭৭-১৭৮ গ. ৯৪৪৯; ১৩৪৩৫; ১৭৪৯; চ. ৬৪৯।

২২৬০। আযাবের নির্দশনের (পূর্ববর্তী আয়াত দ্রষ্টব্য) জন্য অবিশ্বাসীদের আহ্বানে বর্তমান আয়াত বড়ই করণা উদ্দেককারী এক জবাব দান করছে। এটি তাদেরকে প্রশ্ন করেছে, কেন তারা শাস্তির নির্দশন দাবি করে যখন আল্লাহ তাআলা কুরআনের আকারে তাদেরকে এক কৃপার নির্দশন দান করেছেন, যার ওপর অনুশীলন করে তারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে এবং পৃথিবীতে সম্মান এবং মর্যাদাপূর্ণ জাতিরক্ষে পরিগণিত হতে পারে।

২২৬১। এই আয়াত অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তির জন্য নির্দশনের দাবীর সরাসরি উত্তর প্রদান করেছে এবং ব্যক্ত করেছে, কুরআনের আকারে অনুগ্রহের যে নির্দশন তাদেরকে দেয়া হয়েছে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে এই সমস্ত হতভাগ্য লোক তাদের আযাবের দাবীতে জিদ করছে। অতএব তারা এই নির্দশন দেখতে পাবে এবং তাদের ওপর শাস্তি আসবে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের জন্য তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।

২২৬১-ক। পূর্ববর্তী আয়াতে যে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর দ্বারা ইহজগতে অবিশ্বাসীদের প্রতিশ্রুত শাস্তি বুঝায় এবং এই আয়াতে উল্লেখিত আযাব দ্বারা তাদের জন্য নির্ধারিত পরলোকের আযাব বুঝায়।

২২৬২। যখন ঈশ্বী আযাব আসে তখন তা দ্রুত এবং অক্ষমাং আসে এবং তা চোখের ছানির মতো কাফিরদেরকে চতুর্দিক থেকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

২২৬১-ক ও ২২৬২ টীকা পরবর্তী পঞ্চায় দ্রষ্টব্য

وَقَالُوا لَهُمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيْتَ مَنْ رَبِّهِ هُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِإِيمَانِي عَنِ الْكِتَابِ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ^১

أَوَلَمْ يَكُنْهُمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْكِتَابَ يُشَرِّعُ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذِلِّكَ لَرَحْمَةً وَإِنَّ كُلَّ رَبِّ يَلْقَوْهُ مُؤْمِنًا^২

قُلْ كَفِي بِإِلَهِكُمْ بَيْنَنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا جَيَعْلُمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِإِلَهِكُمْ أَوْلَئِكَ هُمُ الْغَيْرُونَ^৩

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَعْثَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ^৪

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَرَانَ جَهَنَّمَ لَمْحِيَطَهُ بِالْكُفَّارِينَ^৫

يَوْمَ يَعْلَمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ مَنْ تَحْتَ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^৬

৫৭। হে আমার মুমিন বান্দারা! নিশ্চয় আমার পৃথিবী
প্রশস্ত। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর।

৫৮। ^كপ্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। এরপর
আমাদের দিকেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৫৯। আর যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে অবশ্যই
আমরা জান্নাতে তাদের একপ বালাখানায় থাকতে
দিব^{২২৬৩} যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যাবে। তারা
সেখানে চিরকাল থাকবে। সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই
উত্তম!

৬০। (এরা সেইসব লোক) ^وযারা দৈর্ঘ্য ধরেছিল এবং
নিজেদের অভু-প্রতিপালকের ওপর ভরসা করেছিল।

৬১। আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল কতই প্রাণী রয়েছে যারা
নিজেদের রিয়্ক (অর্থাৎ খাদ্য) বহন করে বেড়ায় না!
^وআল্লাহই এদের এবং তোমাদেরও রিয়্ক দান করেন^{২২৬৪}।
আর তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

★ ৬২। (আর) তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর, কে আকাশসমূহ
ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ^وএবং কে সূর্য ও চন্দ্রকে (মানুষের)
সেবায় নিয়োজিত করেছেন?^{২২৬৫} তারা অবশ্যই বলবে,
'আল্লাহ।' তবুও তাদের কিভাবে উল্লে দিকে ফিরিয়ে নেয়া
হচ্ছে?

৬৩। ^وআল্লাহই নিজ বান্দাদের মাঝে যার জন্য চান রিয়্ক
প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য চান) তার জন্য (রিয়্ক)
সংকুচিত করে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

দেখুন : ক. ৩১:১৮৬; ২১:৩৬ খ. ২৫:৭৬; ৩৪:৩৮ গ. ১৬:৪৩ ঘ. ১১:৭ ঙ. ৭:৫৫; ১৩:৩; ৩১:৩০; ৩৫:১৪; ৩৯:৬ চ. ১৩:২৭; ৩০:৩৮; ৩৪:৩৭;
৩১:৫৩; ৪:২১৩।

২২৬৩। এখানে মুমিনদেরকে স্পষ্ট এবং দ্যুর্থহীন ভাষায় প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পথে যারা হিজরত করে এবং এরপর তারা
তাদের বিশ্বাসে অটল থাকে এবং সৎকর্ম করে এর জন্য তাদেরকে এর চাইতে অনেক বেশি পুরস্কার দেয়া হয় যা তারা আল্লাহর পথে
হারায়।

২২৬৪। যখন পশু-পাখিও অনাহারে থাকে না তখন এটি কীভাবে কল্পনা করা যায় যে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির সেরা মানুষ না খেয়ে
থাকবে?

২২৬৫। আল্লাহ তাআলা সৃজনকারী এবং সকল জীবনের উৎস এবং তার স্থায়িত্বের জন্য তিনি প্রকৃতির সমস্ত শক্তিকে মানুষের সেবায়
নিয়োজিত করেছেন।

يَعْبَادُهُ يَالَّذِينَ أَمْنَوْا لَنَّ أَرْضَنِي
وَاسِعَةُ فَرَايَا يَفَاعِبُدُونِ^{১৫}

كُلُّ نَفِسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ تَشْهَدُ
إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ^{১৬}

وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلَحَاتِ
كُنْبُوَتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ عُرَفًا
تَجْرِي فِيهَا مِنْ تَعْجِلَتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ
فِيهَا إِنَّمَا نَعْمَلُ أَجْرًا لِلْعَمِلِينَ^{১৭}

الَّذِينَ صَابَرُوا وَعَلَى رِيَاهُمْ يَتَوَكَّلُونَ^{১৮}

وَكَانُوا مِنَ الْمُنْذَنِينَ
أَنَّهُ يَرْزُقُهُمْ وَإِيَّا كُمْرَنْ وَهُوَ السَّمِيمُ
الْعَلِيمُ^{১৯}

وَلَيَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كَيْقُولَنَ
إِنَّهُ جَ فَأَنِّي يُؤْكِلُونَ^{২০}

إِنَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادَةٍ وَيَقْدِرُ لَهُ مِنَ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ^{২১}

৬৪। আর তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর, ‘আকাশ থেকে কে পানি অবতীর্ণ করেন (এবং) এরপর জমিকে এর মৃত্যুর পর এ (পানির) মাধ্যমে (কে) জীবিত করেন’ তারা অবশ্যই
[১২] ৬ বলবে, ‘আল্লাহ! ’ তুমি বল, ‘সব প্রশংসা আল্লাহরই! ’ কিন্তু
২ তাদের অধিকাংশই (তা) বুঝে না।

৬৫। আর ক্ষেত্রে পার্থিব জীবন কেবল উদাসীনতা ও খেলা তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর নিশ্চয় পরকালের আবাসই চিরস্থায়ী জীবনের আবাস। হায়, তারা^{২২৬} যদি জানতো!

৬৬। আর তারা যখন নৌকায় ওঠে তখন তারা আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম (ও) ঐকান্তিক বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে ডাকতে থাকে। এরপর তিনি যখন তাদের উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসেন তৎক্ষণাত তারা শিরীক করতে আরম্ভ করে,

৬৭। যেন আমরা তাদের যা দান করেছি এর প্রতি তারা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যেন তারা সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে নেয়। কিন্তু অচিরেই তারা (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

৬৮। আর তারা কি দেখেনি, নিশ্চয় আমরা ‘হারাম’কে (অর্থাৎ মক্কাকে) নিরাপদ করে দিয়েছি, অথচ তাদের চারপাশ থেকে লোকদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হয়?^{২২৬} তবে কি তারা মিথ্যার প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে?

৬৯। আর যে-ই আল্লাহ সবক্ষে মিথ্যা বানিয়ে বলে অথবা সত্য যখন তার কাছে আসে সে তখন তা প্রত্যাখ্যান করে, সেক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে হতে পারে? এরপ কাফিরদের ঠাঁই কি জাহানাম নয়?

দেখুন : ক. ৬১৩৩; ৮৭১৩৭; ৫৭১২১ খ. ১০৪২৩; ৩১৪৩৩ গ. ১৬৪৫৬; ৩০৪৩৫ ঘ. ১৬৪৭৩ ঙ. ৬২২২; ১০৪১৮; ৩৯৪৩৩ চ. ১৮৪১০৩; ৩০৪৯; ৪৮:১৪

২২৬। মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও আরামের উপকরণদি থেকে বঞ্চিত অবস্থা বরণ করে নেয়া ছাড়া এবং আল্লাহর জন্য ত্যাগ স্থীরাক করা ছাড়া যে জীবন তা কেবল আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুক’ তা এক তুচ্ছ এবং লক্ষ্যহীন অস্তিত্ব। অভীষ্ঠ সাধনে নিয়োজিত জীবন সেটাই যা মহোত্তম উদ্দেশ্যে অতিবাহিত হয় এবং যাতে চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি নেয়া হয়, যেজন্য আল্লাহ তাআলা মানবকে সৃষ্টি করেছেন।

২২৬। কাঁবা আল্লাহ তালার নিজ পরিত্ব গৃহ হওয়া সবক্ষে এই আয়াত জুলাস্ত ও স্থায়ী সাক্ষ্য দান করে। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত একে মানবজাতির চিরস্থায়ী ‘কিবলা’ বলে ঐশ্বী ঘোষণা দেয়া হয়েছিল এবং এমনকি জাহেলিয়তের যুগেও যখন আরবজাতির মধ্যে মানব জীবনের জন্য কোন শুদ্ধাবোধ ছিল না তখনো কাঁবার চতুর্পার্শস্থ স্থান ‘হারাম’ (পরিত্ব) রাপে অভিহিত টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ تَرَّلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءٌ فَأَخِيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا
لَيَكْفُلُنَّ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ هُوَ بِهِ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ^৩

وَمَا هَذَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ
لَعِبٌ وَّلَعِبٌ الدَّارُ الْآخِرَةُ كَهِيَ
الْحَيَوَانُ مَلَوْكًا نُوا يَعْلَمُونَ^৪

فَإِذَا رَجَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا إِنَّ
مُحْلِصِينَ كَهُوَ الْيَوْمَ هُوَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ
إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشَرِّكُونَ^৫

لَيَكُفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَلَيَتَمَمَّ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ^৬

أَوْ لَمْ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا أَمْنًا وَ
يَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ
أَفِي الْأَبَاطِيلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ
يَكْفُرُونَ^৭

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى إِنَّ
كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ
الْيَسَرَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّي لِلْكُفَّارِينَ^৮

- ৭০। আর যারা আমাদের উদ্দেশ্যে চেষ্টাসাধনা করে^{২২৬৮}
 [৬] নিশ্চয় আমরা আমাদের পথে তাদের পরিচালিত করবো।
 ৩ আর নিশ্চয় আল্লাহু সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।

وَالْذِينَ جَاءُهُدًّا فَلَمْ يَتَّهِمُوا^٤
 سُبْلَنَا مَوْرَانَ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْسِنِينَ

হতো এবং এই পবিত্র স্থানটি নিরাপত্তার স্বর্গ বলে গণ্য হতো। বাইরে যখন কোন নিরাপত্তা থাকতো না, এর ভিতরে তখন পূর্ণ নিরাপদ
 অবস্থা এবং শান্তি বিরাজ করতো।

২২৬৮। ইসলাম ধর্মে নির্ধারিত ‘জেহাদ’ এর মর্ম হত্যা করা এবং নিহত হওয়া বুঝায় না, বরং আল্লাহু তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে
 কঠোর চেষ্টা-সাধনা করা বুঝায়। ‘ফীনা’ শব্দের অর্থ আমাদের সাথে অর্থাৎ আল্লাহুর সাথে মিলিত হওয়া।